সাধনভক্তি ফলরূপা ভাব-ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিতে সমর্থ্য, তথাপি সাধনরূপা ভক্তিরই কথা এই প্রকরণে মুখ্যরূপে পাওয়া যায় বলিয়া সাধন-ভক্তি প্রকরণেই ভগবদ্বশীকার-ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিম্বা ভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারী ভক্তগণকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু কখনও প্রেম-ভক্তিযোগ দেন না। এই নীতি অনুসারে ভক্তের অধীন না হইয়া প্রেম দেন না। এইজন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাধন-ভক্তির শ্রীভগবৎবশীকরণ-গুণটি আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে—ভক্তকে প্রেমদান করিবার পূর্ব্বে যদি ভগবান ভক্তিতে বশীভূত না হয়েন, তাহা হইলে কেমন করিয়া অদেয়বস্তু প্রেমদান করেন ? "ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতঃ"—এই শ্লোকটিও ধর্ম্মাদি সাধন প্রভৃতি প্রতিযোগিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া সাধন-ভক্তিমহিমাপরই বুঝিতে হইবে। কারণ সাধন-ভক্তি হইতেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে—এইরূপে উল্লেখ বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। "কথং বিনা রোমহর্ষং"—এই শ্লোকটিও সাধন-ভক্তির ফল ভাব-ভক্তিতেই হৃদয়টি অতিশয়রূপে শোধিত হয়—এই অভিপ্রায়ই সাধন-ভক্তির মহিমা-পরই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কারণ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতেই মোক্ষসুখে তুচ্ছতাবুদ্ধি জন্মাইয়া চিত্ত বিগলিত করিয়া দেয়। অতএব, "বাধ্যমনোঽপি মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকসমূহ যে সাধন-ভক্তির প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে, তাহা খুব সুন্দরই হইয়াছে। ১১।১৪ ॥ ১৪৭ ॥

তত্রাস্তু তাবত্তস্যাঃ সাক্ষাদ্ভক্তেঃ পরধর্ম্মত্বাদিকং ভগবদর্পণসিদ্ধতদনুগতিকস্যা-লৌকিককর্ম্মণোঽপি ধর্ম্মত্বমুদাহরিষ্যতে, যো যো ময়ি পরে ধর্ম্ম ইত্যাদৌ। তথা-পাপঘ্নত্বাদিকং তস্যাঃ শ্রবণাদিনাপি ভবতি ইত্যপ্যুক্তং, শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত-ইত্যাদৌ। পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবাক্যঞ্চ—

প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ॥
বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যা স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ॥ ইতি

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে—

হরিভক্তিপরানান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাশ্রিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥ ইতি॥

ততঃ সুতরামেবেদমাদিদেশ—জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণু-কৃত্যান্॥ ১৪৮ ॥